টাইটেল: নিষিদ্ধ কণ্ঠের প্রতিবেদন।

লগলাইন:

যখন এক সাংবাদিক নিষিদ্ধ কণ্ঠ তুলে ধরতে চায়, তখন তার নিজের কণ্ঠই হয়ে ওঠে পরবর্তী লক্ষ্য।

সিনপ্সিস:

উৎসব মুখরিত এবং উচ্ছ্বাসে ঢাকা এক শহরে, একজন সাংবাদিক এমন এক গল্পের সন্ধান পায়; যা কেউ দেখতে চায় না, আর কেউ বলতে দেয় না। ভিড়ের বাইরের বাস্তবতায় পা রেখে সে অনুসরণ করতে শুরু করে কিছু নিঃশব্দ কণ্ঠ, যাদের অস্তিত্ব যেন ইচ্ছাকৃতভাবে আড়াল করে রাখা হয়েছে।

ধীরে ধীরে তার সামনে খুলতে থাকে এক অস্বস্তিকর সত্যের দরজা। কিন্তু যতই সে গভীরে যায়, ততই স্পষ্ট হয়ে ওঠে-এটা শুধু একটি গল্প নয়; এর চারপাশে ঘিরে আছে অদৃশ্য এক শক্তি, যা সত্যকে প্রকাশ পাওয়ার আগেই থামিয়ে দিতে চায়।

নিউজরুমে ফিরে এসে যখন সে সত্যকে সামনে আনার শেষ প্রস্তুতি নেয়, তখনই চারপাশে শুরু হয় অদ্ভুত পরিবর্তন; নীরব বাধা, অচেনা দৃষ্টি আর বিশ্বাসের ভেতর লুকিয়ে থাকা অনিশ্চয়তা। ঠিক সেই মুহূর্তে, তার সংগ্রহ করা প্রমাণ রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়।শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা থেকে যায়! সত্যটা কি কখনোই প্রকাশ পাওয়ার জন্য ছিল না, নাকি কেউ নিশ্চিত করে দিয়েছে যেন তা আলোতেই না আসে?

ট্রিটমেন্ট:

উৎসবমুখর এক শহর, যেখানে চারদিকে নির্বাচনের উচ্ছ্বাস, -
সব মিলিয়ে এক ঝলমলে বাস্তবতা তৈরি করেছে। কিন্তু এই আলো ঝলমলের আড়ালে লুকিয়ে আছে কিছু অদৃশ্য অন্ধকার, যেগুলো কেউ দেখতে চায় না, আর কেউ দেখাতে দেয় না।

এই বাস্তবতার মাঝেই একজন সাংবাদিক, প্রণতি, নিজের মতো করে কাজ করে যায়। যখন অন্যরা ভিড়ের মধ্যে গল্প খুঁজে বেড়ায়, তখন সে বিশ্বাস করে-সব গল্প ভিড়ে পাওয়া যায় না; কিছু গল্প একা খুঁজে নিতে হয়। সেই বিশ্বাস থেকেই সে অনুসরণ করতে শুরু করে এক নীরব, অদেখা সত্যকে, যা ধীরে ধীরে তাকে নিয়ে যায় শহরের প্রান্তসীমায়।

দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর প্রণতি পৌঁছে যায় একটি গ্যারেজে,

, হাত কেটে রক্ত পড়ছে, কিন্তু কাজ থামছে না। চারপাশে এক ধরনের দমবন্ধ করা নীরবতা, যেন এই দৃশ্য কেউ দেখুক-তা কেউ চায় না।
এই অভিজ্ঞতা তাকে আরও দৃঢ় করে তোলে। সে বুঝতে পারে, এটি শুধু একটি গল্প নয়-এটি এমন এক বাস্তবতা, যা ইচ্ছাকৃতভাবে আড়াল করে রাখা হয়েছে। সহকর্মী প্রভাকে সঙ্গে নিয়ে সে এই সত্যের গভীরে যেতে শুরু করে, যদিও চারপাশে অদৃশ্য এক চাপ ক্রমশ অনুভূত হতে থাকে।
অফিসে ফিরে এসে প্রণতি তার সংগ্রহ করা তথ্য ও প্রমাণ নিয়ে রিপোর্ট প্রস্তুত করতে থাকে। তার মধ্যে ভয় থাকলেও, সত্য প্রকাশের দৃঢ়তা আরও বেশি। কিন্তু ঠিক যখন সে এই প্রতিবেদন প্রকাশের শেষ ধাপে পৌঁছে যায়, তখনই চারপাশের পরিবেশ অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে-নীরব বাধা, অচেনা দৃষ্টি, আর এক ধরনের অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ তাকে ঘিরে ধরে।

হঠাৎ করেই তার সমস্ত প্রমাণ রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়। বিভ্রান্ত ও হতবাক প্রণতি বুঝতে পারে, সত্যকে থামিয়ে দেওয়ার এই প্রচেষ্টা কেবল বাইরে থেকে নয়-তার খুব কাছের কারো মাধ্যমেও ঘটতে পারে।

শেষ পর্যন্ত, সে দাঁড়িয়ে থাকে এক গভীর অনিশ্চয়তার সামনে। সত্যটি কি কখনোই প্রকাশ পাওয়ার জন্য ছিল না, নাকি কেউ নিশ্চিত করে দিয়েছে যেন তা আলোতেই না আসে।

স্ক্রিপ্ট:

দৃশ্য ১: অফিসের এক কোণ (দুপুরে)

(

কিন্তু প্রণতি এক কোণায় বিষণ্ন মুখে বসে আছে। প্রভা প্রবেশ করে।)

প্রভা: কী খবর আপা? বাইরে যাবেন না? আপনি এখনও এখানে বসে। 'ভিড়ে না গেলে নাকি গল্প জমে না!'

প্রণতি: (একটু চমকে উঠে) জ্বী, "সব ভিড়েই তো আর গল্প থাকে না... কিছু গল্প একা একা হয়।" বাকিরা সবাই কোথায়?

প্রভা: সবাই তো ইলেকশনের ওইখানে চারিদিকে উৎসবের মোহল। তা আপনি কি করছেন এখানে?

প্রণতি: আমি একটু কাজ করছি। আমি যাব নাহ, আপনি জান।

প্রভা: আচ্ছা।

দৃশ্য ২: অফিস (দুই দিন পর)

(, প্রণতি এগিয়ে যায়।)

প্রণতি: প্রভা, আমি এতদিন ধরে যে গল্পটা নিয়ে কাজ করছি,

প্রভা: (কৌতূহলী হয়ে ভাবনার সুরে) হুমমম, কি এমন গল্প যেটা নিয়ে আপনি এত চিন্তিত!

প্রণতি: চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় নাহ।

প্রভা: চলেন তাহলে।

দৃশ্য ৩: শহরের প্রান্তসীমা/গ্যারেজ (সকালে)

(-

, কিন্তু সে গ্যারেজের নোংরা পানিতেই হাত ধুয়ে আবার কাজে ফিরছে। পুরো পরিবেশে এক দমবন্ধ করা নীরবতা।)

প্রভা: (স্তব্ধ হয়ে) এগুলা কি অবস্থা আপা?

প্রণতি: (শান্তভাবে) আমি গত তিন মাস ধরে এদেরকে নিয়েই কাজ করছিলাম...কিন্তু হাওয়া

তো উল্টা বইছে।

প্রভা: (উদ্বিগ্ন কণ্ঠে) কিন্তু আপা, যত যাই করেন...'আগে নিজের পা তারপরে কিন্তু জুতা'।

প্রণতি: আপা, সত্য দেরিতে হলেও গন্ধ ছড়ায়।

দৃশ্য ৪: অফিস (বিকালে)

(
)

প্রভা: (ফোনের কথোপকথন) হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি... ঠিক আছে স্যার। জ্বি!

(, প্রভা দ্রুত প্রনতির ল্যাপটপ গিয়ে কিছু একটা করে। প্রণতি ফিরে এলে প্রভার মুখে এক রহস্যময় হাসি।)

প্রণতি: (স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আঁতকে ওঠে) প্রভা! আমার ফাইলটা কই?

Choice of SDG and Its Rationale:

এই চলচ্চিত্র "নিষিদ্ধ কণ্ঠের প্রতিবেদন" মূলত সমাজের অবহেলিত শিশুদের বাস্তবতা তুলে ধরে, যেখানে শিশু শ্রম, , স্বাস্থ্যঝুঁকি, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং বৈষম্যের বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই কারণে নিম্নোক্ত SDG গুলোকে প্রাসঙ্গিক হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে:

SDG 1: No Poverty (**দারিদ্র্য বিমোচন**)

গল্পে দেখানো হয়েছে যে, শিশুদের অল্প বয়সেই শ্রমে যুক্ত হওয়ার প্রধান কারণ হলো দারিদ্র্য। তাদের পরিবার অর্থনৈতিক সংকটে থাকার কারণে তারা স্কুলের পরিবর্তে কাজে বাধ্য হচ্ছে। এই চলচ্চিত্রটি দারিদ্র্যের সেই কঠিন বাস্তবতা তুলে ধরে, যা শিশুদের স্বাভাবিক শৈশব কেড়ে নিচ্ছে।

SDG 2: Zero Hunger (**ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব**)

শিশু শ্রমের সাথে ক্ষুধা ও অপুষ্টি সরাসরি সম্পর্কিত। এই শিশুদের কাজ করার পেছনে অন্যতম কারণ হলো নিজেদের এবং পরিবারের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করা। চলচ্চিত্রটি পরোক্ষভাবে দেখায়, কীভাবে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ঠেলে দেয়।

SDG 3: Good Health and Well-being (**সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ**)

গ্যারেজের পরিবেশে শিশুদের কাজ করার দৃশ্য তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকিকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। কাটা হাত, নোংরা পরিবেশ, এবং নিরাপত্তাহীন কর্মপরিবেশ তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এই দিকটি SDG 3-এর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

SDG 4: Quality Education (**মানসম্মত শিক্ষা**)

গল্পে যে শিশুদের দেখানো হয়েছে, তারা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তারা স্কুলে না গিয়ে শ্রমে যুক্ত হচ্ছে, যা তাদের ভবিষ্যৎকে সীমিত করে দিচ্ছে। চলচ্চিত্রটি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ার এই সমস্যাকে তুলে ধরে।

SDG 6: Clean Water and Sanitation (**পরিষ্কার পানি ও স্যানিটেশন**)

শিশুরা গ্যারেজের নোংরা পানিতে হাত ধুয়ে আবার কাজে ফিরে যাচ্ছে-এই দৃশ্যটি নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের অভাবকে নির্দেশ করে। এটি তাদের স্বাস্থ্যের জন্য আরও ঝুঁকি তৈরি করছে এবং SDG 6-এর গুরুত্ব তুলে ধরছে।

SDG 10: Reduced Inequalities (**অসমতা হ্রাস**)

চলচ্চিত্রটি সমাজের দুই ভিন্ন বাস্তবতাকে একসাথে উপস্থাপন করে-একদিকে উৎসবমুখর শহর, অন্যদিকে অবহেলিত শিশুদের কঠিন জীবন। এই বৈষম্যই SDG 10-এর মূল বিষয়, যেখানে সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে।

ব্যাকগ্রাউন্ড:

এই প্রজেক্টটির ধারণা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা,

, গল্প শুধু

বিনোদনের জন্য নয়—এটি সমাজের অদেখা সত্যকে সামনে আনার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। আমাদের চারপাশে এমন অনেক বাস্তবতা রয়েছে, যেগুলো আমরা প্রতিদিন দেখেও না দেখার ভান করি। বিশেষ করে শহরের ঝলমলে জীবনের আড়ালে লুকিয়ে থাকা শিশু শ্রম, দারিদ্র্য এবং বৈষম্যের মতো বিষয়গুলো আমাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়।

ঢাকার মতো একটি শহরে বসবাস করতে গিয়ে আমি বারবার দেখেছি-একদিকে উন্নয়ন, উৎসব এবং মিডিয়ার ব্যস্ততা; অন্যদিকে কিছু শিশু খুব অল্প বয়সেই কঠিন শ্রমে যুক্ত হয়ে পড়ছে। এই বৈপরীত্য আমাকে ভাবিয়েছে-কেন কিছু কণ্ঠ এত সহজে শোনা যায়, আর কিছু কণ্ঠ ইচ্ছাকৃতভাবে চেপে রাখা হয়? এই প্রশ্ন থেকেই "নিষিদ্ধ কণ্ঠের প্রতিবেদন" এর ধারণা জন্ম নেয়।

এই গল্পের সাংবাদিক চরিত্র প্রনতি সাথে আমি নিজেকে অনেকটাই সংযুক্ত অনুভব করি। একজন শিক্ষার্থী হিসেবে আমিও সত্য অনুসন্ধান, প্রশ্ন করা এবং অপ্রকাশিত বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে শিখছি। প্রনতির মতো আমিও বিশ্বাস করি-সব গল্প ভিড়ে পাওয়া যায় না; কিছু গল্প খুঁজে বের করতে হয় একা, সাহস নিয়ে।

এছাড়াও, আমার একাডেমিক আগ্রহ-বিশেষ করে ডিজিটাল আচরণ, , এবং সমাজে তথ্যের প্রভাব-এই প্রজেক্টটিকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। আমি দেখেছি, কীভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু মিডিয়ার মূলধারায় জায়গা পায় না বা ইচ্ছাকৃতভাবে আড়াল করা হয়। এই অভিজ্ঞতা থেকেই আমি এমন একটি গল্প বলতে চেয়েছি,
, বরং সেই সমস্যাকে চেপে রাখার প্রক্রিয়াটিও তুলে ধরা হবে।

সব মিলিয়ে, "নিষিদ্ধ কণ্ঠের প্রতিবেদন" আমার জন্য শুধু একটি ফিল্ম প্রজেক্ট নয়; এটি আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি,

প্রোডাকশন টিম:

- নিবরাস বিন সাঈদ-

- প্রনতি রহমান- পরিচালক, , অভিনয়শিল্পী ও স্টোরিবোর্ড।
- সাফরিন আক্তার চৌধুরী- প্রধান সহকারী পরিচালক, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, অভিনয়শিল্পী ও স্ক্রিপ্ট।
- মো. নকিবুল ইসলাম সিয়াম – ,
- প্রোডাকশন বুক - প্রনতি রহমান এবং সাফরিন আক্তার চৌধুরী।

বাজেট:

দৃশ্য ১, ২ এবং ৪ (অফিস) ৫৫০০ টাকা:

যাতায়াত -

খাবার -

অফিস সেটআপ -

দৃশ্য ৩ (গ্যারেজ) ২৫০০ টাকা:

যাতায়াত -

খাবার -

শিশুদের সম্মানী -

টোটাল খরচ -

প্রোডাকশন টাইমলাইন

আনুমানিক সময়কাল: প্রায় ৩ সপ্তাহ

ধাপ ১: প্রি-প্রোডাকশন (সপ্তাহ ১–২)

দিন ১–৫: কনসেপ্ট চূড়ান্তকরণ

- , লগলাইন ও সিনোপসিস চূড়ান্ত করা
- SDG নির্বাচন ও তার যৌক্তিকতা নির্ধারণ

-

দিন ৫–৯: স্ক্রিপ্ট ও স্টোরিবোর্ড

-
- (–)
-

দিন ৬–৯: কাস্টিং ও ক্রু নিশ্চিতকরণ

- (, প্রভা, শিশু চরিত্র)
- (, পরিচালক,)

দিন ১০–১১: লোকেশন নির্ধারণ

-
-

দিন ১২–১৩: প্রোডাকশন পরিকল্পনা

-
- (+)

ধাপ ২: প্রোডাকশন (সপ্তাহ ৩)

দিন ১৪: শুটিং – দৃশ্য ১ ও ২ (অফিস)

-
-

দিন ১৫: শুটিং – দৃশ্য ৩ (গ্যারেজ)

-
-

দিন ১৬: শুটিং – দৃশ্য ৪ (অফিস)

-
-

ধাপ ৩: পোস্ট-প্রোডাকশন (সপ্তাহ ৩)

দিন ১৭–১৮: সম্পাদনা

-
-
-

দিন ১৯: সাউন্ড ডিজাইন

-
-

দিন ২০: কালার গ্রেডিং

-

দিন ২১: চূড়ান্ত আউটপুট

-
-

1

নিষিদ্ধ কণ্ঠের প্রতিবেদন

শিরোনাম

2

অফিস প্রায় ফাঁকা; প্রনতি তার ডেস্কে একা বসে কাজ করছে...

৩

প্রণতি বিষণ্ণ মুখে বসে কাজ করছে...

৪

টেলিভিশনে নির্বাচনের পরিস্থিতি!

5

প্রভা প্রবেশ করে...

6

প্রভার প্রবেশের দৃশ্য।

7

প্রভা ও প্রনতির সংলাপ; প্রভা জিজ্ঞেস করে প্রনতি বাইরে যাবে কিনা? প্রনতি জিজ্ঞেস করে বাকিরা সবাই কোথায়?

৪

প্রভা জানায়, বাকিরা ইলেকশনের ওখানে! প্রনতি এখন কি করছে জানতে চাই!
প্রনতি জানায় যে কাজ করছে, বাইরে যাবে নাহ!

৯

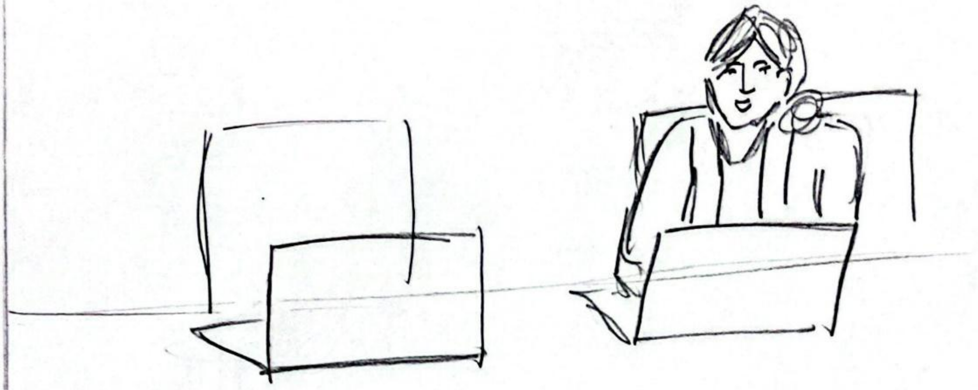

2 দিন পর অফিসে, প্রভা তার ডেস্কে বসে আছে।

10

প্রনতি এগিয়ে যায় প্রভার কাছে...

11

প্রনতি, প্রভাকে বলে, এতদিন ধরে প্রনতি যে গল্পটা নিয়ে কাজ করছে, আজকে ফিল্মে যাবে।

12

প্রভা ফ্রি থাকলে যেতে পারে...

13

প্রভা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করে, কি এমন গল্প
যেটা নিয়ে প্রনতি এত চিন্তিত?
প্রনতি বলে, "চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না!".

14

প্রভা বলে, "চলেন তাহলে!".

15

অফিসের ডেস্ক থেকে উঠে যাচ্ছে প্রনতি ও প্রভা।

16

শিশুরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, বিপজ্জনক
কাজ করছে ...

17

জীবনের ঝুঁকিতে শিশুরা কাজ করছে...

18

হাত কেটে রক্ত পড়ছে..!

19

কিন্তু সে গ্যারেজের নোংরা পানিতেই হাত ধুয়ে আবার কাজে ফিরছে...

20

পুরো পরিবেশে দমবন্ধ করা নীরবতা...

21

প্রভা বলে, "এগুলো কি অবস্থা!"; প্রনতি বলে যে অনেকদিন ধরে এদের নিয়ে কাজ করছে কিন্তু খবর চলো না, প্রভা বোঝায় "আগে নিজের জীবন।"

22

অফিসে (বিকেলে) প্রনতি নিজের ডেস্কে বসে একাগ্র চিত্তে রিপোর্টটি আপলোড করার প্রসেস শুরু করে ...

23

প্রনতির চোখে-মুখে ভয়ের চেয়েও সত্য প্রকাশের তৃপ্তি বেশি!

24

পর্দার আড়ালে প্রভা যেখানে নিচু স্বরে কথা বলে, "হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি, জ্বি স্যার!"।

25

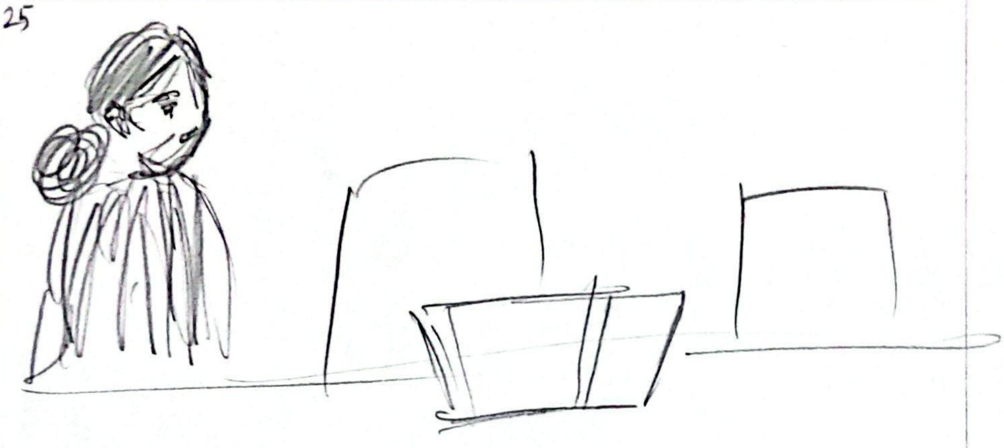

প্রনতির অবর্তমানে, প্রভা প্রনতির ডেস্কের দিকে যায়...

26

প্রভা দ্রুত প্রনতির ল্যাপটপে কিছু একটা করে...

27

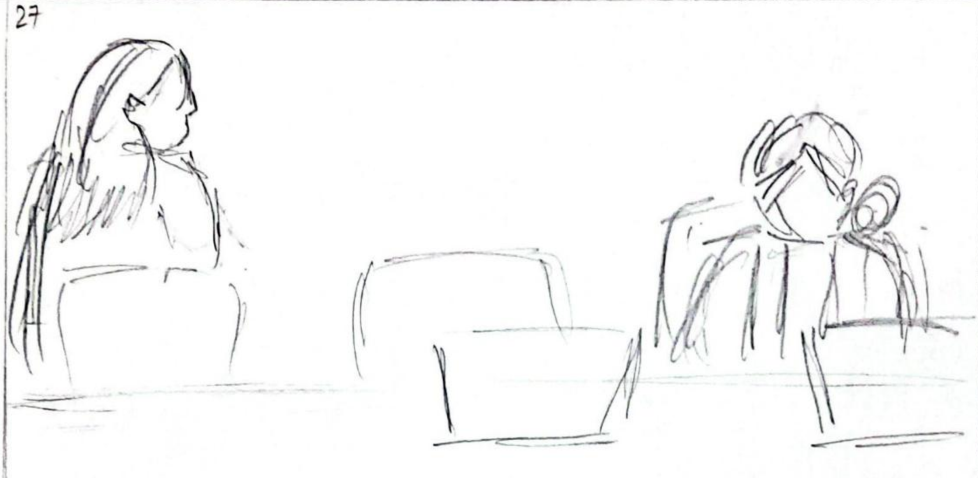

কিছুক্ষণ পর প্রনতি তার ডেস্কের দিকে চলে যায়...

28

প্রনতি ফিরে এলে প্রভার মুখে রহস্যময়
হাসি!

29

প্রনতি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে তাঁতিকে ডাকে।

30

প্রনতি কিছু বুঝে ও উঠতে পারেনা, রিপোর্টটা খুঁজতে থাকে...

৩।

প্রনতি বলে, " প্রভে আমার ফাইলটা কোথায়?"